



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ৫৫/২০২১



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ৫৫/২০২১

সূচিপত্র

প্রথম অংশ		
ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	মুখবন্ধ	VII

অধ্যায়-১

২.	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩-১৩
৩.	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	১৫
৪.	শব্দ সংক্ষেপ	১৭

অধ্যায়-২

৫.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	২১-২২
৬.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	২৩-৪৯

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন ০৫টি সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ২৫টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এর সচিব-কে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ২৩/২/২০২২

বঙ্গাব্দ
১৪৪৩


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

ଅଧ୍ୟାୟ-୧

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্যঃ এই রিপোর্ট স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন ০৫টি সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর, রংপুর, বরিশাল ও খুলনা) এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়, হিসাব, ফান্ড এর উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যঃ

১। **প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ** সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এটি “স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন-২০০৯” এর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশনসমূহ যথাক্রমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, হিসেবে গণ্য হয়। উল্লেখ্য যে, নভেম্বর/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ভেঙে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নামে দুটি সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে এ আইনের অধীনে আসে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। কর্পোরেশনের দৈনন্দিন এবং অন্যান্য সেবামূলক কার্য পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনকে নির্ধারিত সংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশন নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিতঃ

(ক) মেয়র;

(খ) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর; এবং

(গ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর।

এছাড়া মেয়রকে সহায়তা করার জন্য প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পরামর্শক নিয়োগ করেন।

সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

(ক) পৌর এলাকার জনসংখ্যা;

(খ) জনসংখ্যার ঘনত্ব;

(গ) স্থানীয় আয়ের উৎস;

(ঘ) এলাকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব;

(ঙ) অবকাঠামোগত সুবিধাদি ও সম্প্রসারণের সুযোগ;

(চ) সিটি এলাকার বার্ষিক আয় এবং জনমত।

প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের নামে একটি তহবিল রয়েছে। উক্ত তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হয়ঃ

- (ক) কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;
- (খ) কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;
- (গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান;
- (ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক প্রদত্ত দান;
- (ঙ) কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত সকল ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত আয়;
- (চ) কর্পোরেশনের অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা;
- (ছ) অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ;
- (জ) এ আইনের অধীন প্রাপ্ত অর্থদণ্ডের অর্থ।

প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন প্রতি অর্থ বছরে ১ জুনের পূর্বে উহার পরবর্তী আসন্ন অর্থ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য একটি বাজেট তৈরী করে এর একটি প্রতিলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করে থাকে।

২। প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রামঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ
১.	মেয়র/প্রশাসক	১
২.	মেয়রের একান্ত সচিব	১
৩.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১
৪.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্টাফ অফিসার	১
৫.	সচিব (সচিব এর দপ্তর)	১
৬.	সহকারী সচিব (সাধারণ শাখা)	১
৭.	সহকারী সচিব (সংস্থাপন শাখা-১)	১
৮.	সহকারী সচিব (সংস্থাপন শাখা-২)	১
৯.	সিস্টেম এনালিস্ট	১
১০.	প্রোগ্রামার	১
১১.	সহকারী প্রোগ্রামার	১
১২.	প্রটোকল কর্মকর্তা	১
১৩.	আইন কর্মকর্তা (আইন শাখা)	১
১৪.	সহকারী আইন কর্মকর্তা	১
১৫.	বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট	১
১৬.	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট	২
১৭.	প্রধান সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা	১
১৮.	বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা	১
১৯.	সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা	১
২০.	প্রধান ভান্ডার ও ফ্রয় কর্মকর্তা	১
২১.	ভান্ডার ও ফ্রয় কর্মকর্তা	১
২২.	নিরীক্ষা কর্মকর্তা	১
২৩.	মহা-ব্যবস্থাপক (কেন্দ্রীয় পরিবহনপুল)	১
২৪.	ব্যবস্থাপক	১
২৫.	সহকারী ব্যবস্থাপক	২
২৬.	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা	১
২৭.	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা	১
২৮.	উপ-কর কর্মকর্তা	১
২৯.	উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা	২
৩০.	রাজস্ব কর্মকর্তা	১
৩১.	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১
৩২.	তথ্য কর্মকর্তা	১
৩৩.	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (হিসাব বিভাগ)	১

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ
৩৪.	উপ-প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১
৩৫.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (বাজেট)	১
৩৬.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (বিল)	১
৩৭.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (বেতন)	১
৩৮.	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	১
৩৯.	উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	১
৪০.	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	১
৪১.	জনস্বাস্থ্য এনালিস্ট	১
৪২.	উর্ধ্বতন কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা	১
৪৩.	জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা	১
৪৪.	প্রধান প্রকৌশলী (প্রকৌশল বিভাগ)	১
৪৫.	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	১
৪৬.	সহকারী প্রকৌশলী (পুরকৌশল)	১
৪৭.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুরকৌশল)	৬
৪৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী	৭
৪৯.	সহকারী প্রকৌশলী	১২
৫০.	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ	১
৫১.	নগর পরিকল্পনাবিদ	১
৫২.	স্থপতি	১
৫৩.	ভূগোলবিদ	১
৫৪.	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	১
৫৫.	অতিরিক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	১
৫৬.	উপ-প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	১
৫৭.	কর কর্মকর্তা	২

৩। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীঃ

- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের মাধ্যমে সিটি এলাকার বসবাসরত জনগণের সেবা প্রদান করা।
- বিভিন্ন রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও মেরামত, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক বাতির ব্যবস্থাকরণ।
- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন, টিকাদান কর্মসূচী (ইপিআই)।
- শিক্ষার প্রেরণা প্রদান, বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান পালনে ব্যবস্থা গ্রহণ, বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনা।
- গরীব দুঃখীদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- হাট/বাজার উন্নয়ন, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, ঈদগাহ, মসজিদ, মন্দির, গির্জাসহ বিভিন্ন উপাসনালয় নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ।
- জনগণের বিনোদনের জন্য পার্ক, খেলার মাঠ, চিত্ত বিনোদন কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।
- জনসংখ্যার আধিক্য বিবেচনায় হাট-বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণসহ নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

৪। প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator : সিটি কর্পোরেশনসমূহের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key Performance Indicators) নিম্নরূপঃ

- ☐ সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কভারেজ
- ☐ ডেনেজ উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কভারেজ
- ☐ ফুটপাথ উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কভারেজ
- ☐ পার্ক ও খেলার মাঠ উন্নয়ন কভারেজ
- ☐ ওয়ার্ডভিত্তিক সামাজিক আচার অনুষ্ঠান কেন্দ্র নির্মাণ কভারেজ
- ☐ গৃহস্থালীর জৈব ও অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ কভারেজ
- ☐ সড়ক ও ডেন পরিষ্কার কভারেজ

৫। প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণঃ

(ক) আয় (২০১৮-১৯ অর্থ বৎসর):

নির্ধারিত ০৫টি সিটি কর্পোরেশনের মোট আয় হলো ১৫৮৮,১১,৮৭,১৪০ টাকা। ৫০টি খাতে এই আয় অর্জিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৬ টি খাতে ৯৯.৭৪% আয় অর্জিত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৪টি খাতে ০.২৬% আয় হয়েছে। ফলে ৩৬টি খাতকে Monetary Unit Sampling পদ্ধতিতে নিরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে।

(খ) ব্যয় (২০১৮-১৯ অর্থ বৎসর):

নির্ধারিত ০৫টি সিটি কর্পোরেশনের মোট ব্যয় হলো ১৩৫৪,৮৯,৬১,০৯৯ টাকা। ৭০টি খাতে এই ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪৯টি খাতে ৯৭.৫২% ব্যয় করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২১টি খাতে ২.৪৮% ব্যয় করা হয়েছে। ফলে ৪৯ টি খাতকে Monetary Unit Sampling পদ্ধতিতে নিরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে।

অডিটের আইনগত ভিত্তিঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ৫(১) ধারা অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধিঃ নির্ধারিত সিটি কর্পোরেশনসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আয়-ব্যয় এই নিরীক্ষার আওতাভুক্ত ছিল।

সুনির্দিষ্টভাবে এই নিরীক্ষায় যেসব বিষয় দেখা হয়েছে তা হলো -

- ☐ সকল আয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা, অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি, সরকারি ক্রয়বিধি ও প্রযোজ্য বিধি-বিধান এর আলোকে মূল্যায়ন করা।
- ☐ হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত টাকার অংক এবং অন্যান্য তথ্যাদি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক প্রমাণ নমুনায়ন ভিত্তিক পরীক্ষণ।

- প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (Internal Control system) তাৎপর্যপূর্ণ যুক্তিসমূহের মূল্যায়ন।
যেমনঃ- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত কাজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পরিপালন হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা এবং তা পরিচালনার ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-বিচ্ছ্যতিসমূহ চিহ্নিত করা।
- ভান্ডার ও মজুদের প্রাপ্তি ও বিতরণ বিষয়ক হিসাব পরীক্ষা করা।
- আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রণয়ন ও সংরক্ষণ (আয় ও ব্যয় হিসাব) বিধি অনুযায়ী করা হয়েছে কিনা এবং ইহা সঠিক কিনা তা যাচাই করে মন্তব্য প্রদান করা।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য

১। অডিটের বিষয়বস্তু : কমপ্লায়েন্স অডিট

২। অডিট কৌশল :

- এনটিটির সাংবিধানিক/আইনি ভিত্তি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা লাভ।
- তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/ ম্যাটেরিয়েলিটি নির্ধারণ।
- ঝুঁকি নিরূপণ ও মূল্যায়ন।
- নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- নিরীক্ষার সময়কাল এবং অন্যান্য বিষয়াদির উপর ভিত্তি করে সার্বিক নিরীক্ষা কৌশল নিরীক্ষা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণ।

অডিট সময়কালঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	সমাপ্তির তারিখ
১।	তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন	নভেম্বর/২০১৯
২।	নিরীক্ষা পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন	নভেম্বর/২০১৯
৩।	নিরীক্ষাকাল	০৮/১২/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩১/০৩/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত
৪।	এ আই আর জারি	১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ

পূর্ববর্তী অডিট রিপোর্টের হালনাগাদ তথ্যঃ

পূর্ববর্তী নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত অনুচ্ছেদসমূহের হালনাগাদ অবস্থাঃ
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।

নিরীক্ষা বর্ষ	অনুচ্ছেদের সংখ্যা	জড়িত টাকা	মীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	অমীমাংসিত অনুচ্ছেদে জড়িত টাকা
১৯৯৩-১৯৯৪			--	৪৩	১৮৭৬৬৮৬৭৮
১৯৯৬-১৯৯৭				৫৫	১৪২১৬৭৩০৬৭
১৯৯৯-২০০০				১০	১৪০০২৯৭
১৯৯৯-২০০০(পারফরমেন্স)				৭০	১৩৫২৮২৫৭৭৫
২০০১-২০০২					-
২০০১-২০০২				১০	৪৬৫৮৪৪১৮
২০০২-২০০৩				৯	৬১৮৪০৫৭২
২০০৩-২০০৪				৪	১২৩০১০৪৭
২০০৪-২০০৫				৫	৯৫২৩৬২৩৩
২০০৬-২০০৭ ইস্যু ভিত্তিক				৭	৪০৫৯৫৮৮৯৭
২০০৬-২০০৭ রাজস্ব ব্যয়				৬	৭০০৩২৩৫
২০০৬-২০০৭ রাজস্ব আদায়				১২	৬৩৮৬৮১১৪
২০০৬-২০০৭ উন্নয়ন খাত				১৬	১১৩৭১৫১৮৩
২০০৬-২০০৭ হোল্ডিং ট্যাক্স				৭	৪০৫৯৫৮৮৯৭
২০০৭-২০০৮				১৮	৯২৯৫৭৪৩২
২০০৮-২০০৯				৫০	১৫৪১২৯৩২৩২
২০১০-২০১১				১৯	১৫৯১৬১৮২২
২০১০-২০১১				৬৭	২০৯৩৬৮৯৩৬০
২০১১-২০১২				৩৫	৫৬৯১২৯৪
২০১১-২০১২				৩৪	৫৮২৪২২৯৩
২০১২-২০১৩				৪৯	৪১৩৮৬১০৪৭
২০১৩-২০১৪				৭০	৬১১৪৬৬৭৮৯
২০১৪-২০১৫				৫৫	৯৮৮৩০৫০৩১
২০১৬-২০১৭				৩৪	৪০২৩৫৪৩৮৬৭
২০১৭-২০১৮				৩৩	৫৯৬৯১৩৮১৩৬
			সর্বমোট=	৭১৮	৯৯৯,২৬,৮২,০০৩

পূর্ববর্তী নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত অনুচ্ছেদসমূহের হালনাগাদ অবস্থাঃ
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।

নিরীক্ষা বর্ষ	অনুচ্ছেদের সংখ্যা	জড়িত টাকা	মীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	অমীমাংসিত অনুচ্ছেদে জড়িত টাকা
২০০০-২০০১				৯	১৪২৯২৫৬১
২০০১-২০০২				৯	২০২৮৭৩৬
২০০২-২০০৩				৪	১৯৩৯৮০৫
২০০৩-২০০৪				১২	৩৮৫৯২০০
২০০৪-২০০৫				০	০
২০০৫-২০০৬				১	৮৫৭৬৪১
২০০৬-২০০৭				৩	১০৭৩০৯১
২০০৭-২০০৮				২	২১২৬৩৮
২০০৮-২০০৯				০	০
২০১০-২০১১					১৪২১২১২
২০১০-২০১১				৪	৬৭৩৩৩৯৬
২০১১-২০১২				৫	৯৭৫৬২২১
২০১৩-২০১৪				২৩	৩০২৯৩২২৭২
২০১৪-২০১৫				২৭	১৫৭০১৪১৪৪
২০১৫-২০১৬				৩৩	৭৬৭৪১১৬৩১
২০১৬-২০১৭				১৪	১১৫০৮৯২৬৯৪
			সর্বমোট	১৪৮	২৫১,৯৫,৫৩,৪৯২

পূর্ববর্তী নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত অনুচ্ছেদসমূহের হালনাগাদ অবস্থাঃ
রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।

নিরীক্ষা বর্ষ	অনুচ্ছেদের সংখ্যা	জড়িত টাকা	মীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	অমীমাংসিত অনুচ্ছেদে জড়িত টাকা
১৯৮০-৮১ (পৌরসভার অংশ)				-	-
১৯৮৪-১৯৮৫					
১৯৯৯-২০০০				৯	১৭৫৭৯৪৩
২০০০-২০০১				৫	৯০২০০৫
২০০১-২০০২				৮	২৭৯৬৪১১
২০০৩-২০০৪				১	১১১৩২০২
২০০৪-২০০৫				৬	৭৬৮৮৩৯৯
২০০৫-২০০৬					
২০০৭-২০০৮				৯	৪৪৪৪০৭৩৭
২০০৮-২০০৯				৮	৬৭৬৮৯২১
২০০৯-২০১০					
২০১১-২০১২				২৪	১৯৭৩৩৭৪৫
(সিটি কর্পোরেশনের অংশ) ২০১২-২০১৩				১৫	১৯৫৩৪৫৭৬
২০১৩-২০১৪				১৫	১৩৮৪৩৪০৭
২০১৪-২০১৫				২১	৫৫৬৮০৯৮১
২০১৫-২০১৭				২৭	৮৯১১৯৬৭১৩
			সর্বমোট=	১৪৮	১৪৭,২৭,৯১,০৭৩

পূর্ববর্তী নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত অনুচ্ছেদসমূহের হালনাগাদ অবস্থাঃ
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

নিরীক্ষা বর্ষ	অনুচ্ছেদের সংখ্যা	জড়িত টাকা	মীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	অমীমাংসিত অনুচ্ছেদে জড়িত টাকা
(পৌরসভার অংশ)					
১৯৭৯-১৯৮০					
১৯৮০-১৯৮১					
১৯৮১-১৯৮২					
১৯৮৩-১৯৮৪					
১৯৮৪-১৯৮৫					
১৯৮৬-১৯৮৭					
১৯৯০-১৯৯১					
১৯৯১-১৯৯২					
১৯৯২-১৯৯৩				১	২০৩৭১
১৯৯৩-১৯৯৪					-
১৯৯৪-১৯৯৫				৭	৭০৩০৩৮
১৯৯৬-১৯৯৭				১৩	৫৯৩৬৫৩১৬
১৯৯৭-১৯৯৮				৯	১৮৬৮৮৯৪
১৯৯৮-১৯৯৯				১৬	৩৯৮৯৬৯০
১৯৯৯-২০০০				১১	৪৩১৬৯৪৮
২০০০-২০০১				৭	২৫০০৮৭৭
(সিটি কর্পোরেশনের অংশ)				১	১৮৪০৬৪
২০০২-২০০৩					
২০০৩-২০০৪				৫	৫০৫৩২০৩২
২০০৪-২০০৫				২	১১৯৩৪৪২
২০০৫-২০০৬				৪	৪৪৬৭২০১৩
২০০৭-২০০৮				২	১৭৬৫৫০০
২০০৮-২০০৯				১	১১৫৯৪৭৫
২০০৯-২০১০					-
২০১০-২০১১				১৬	২১৮৭৭০০
২০১১-২০১২				২৬	১৭২২৬৩৫২
২০১২-২০১৩				২৫	১০৫২৭৩০১০
২০১৩-২০১৬				৪৪	১৩৭৭৬২০৫১৯
২০১৭-২০১৮				২৫	৫৪১২১১৩২১
			সর্বমোট=	২১৫	৩০৯,১২,৯৯,৫৮৬

পূর্ববর্তী নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত অনুচ্ছেদসমূহের হালনাগাদ অবস্থাঃ
খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।

নিরীক্ষা বর্ষ	অনুচ্ছেদের সংখ্যা	জড়িত টাকা	মীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	অমীমাংসিত অনুচ্ছেদে জড়িত টাকা
১৯৮৮-১৯৮৯					-
১৯৮৯-১৯৯০				১৮	১৮২৬৬৯৬৬
১৯৯১-১৯৯২					-
১৯৯২-১৯৯৩				৭	১২৭০৩৩৭
১৯৯৩-১৯৯৪				১	৬২৪০৪৪
১৯৯৪-১৯৯৫				৮	২২০৭৫৪৪
১৯৯৬-১৯৯৭				১৬	৯৪১৩০২
১৯৯৭-১৯৯৮				২৮	৪৪৫৫৫০০৯
১৯৯৮-১৯৯৯				৯৩	২৫৫৭৮৪৫৫
১৯৯৯-২০০০				৩৬	২৪২১৩৮০০৪
২০০১-২০০২				৯	২৪৩৫৪৪৭১
২০০২-২০০৩				২৫	২০৮৭৬২৬৮৮
২০০৩-২০০৪				২	৫০৬২৫১৩
২০০৪-২০০৫				২	২৫২৮৫৮
২০০৫-২০০৬				১১	২৮৭৩৫৩১২
২০০৬-২০০৭				৯	৭০৫৪৭২২৮৮
২০০৮-২০০৯				১০	৩০৪১৩৮৫৫
২০০৯-২০১০				১২	১৫৫৪৯৩৫৪৫
২০১০-২০১১				২৩	৭৩৭৩১০৪
২০১১-২০১২				১৩	৩০৭৪৩৭৭৮
২০১২-২০১৩				২৮	৩৩৩৭৩৩৩৭৭৯
২০১৪-২০১৫				৩৯	৩৮৩১৪৮৬
২০১৫-২০১৭				১৯	১৭১৯৬২১৪৫৪
			সর্বমোট=	৪০৯	১০৬৯,১৩,৬৭,৩৭২

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন ০৫টি সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আয়-ব্যয়, ফান্ড ও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনাসংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অডিট চলাকালে কোন অডিট অনুচ্ছেদ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে নিষ্পন্ন করা হয়নি। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ২৫টি অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ২৭০,৪৪,৬৩,০০২ (দুইশত সত্তর কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ তেষটি হাজার দুই) টাকা যা মোট বরাদ্দের ২০.৭৭৫ শতাংশ। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ :

- রিপোর্ট রিটার্নে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি খাতে জমার বিষয়টি প্রতিফলন না করা;
- প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য লিখিত দায়িত্ব বণ্টন না থাকা;
- সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা;
- রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের বিষয়ে সতর্কতার অভাব;
- সরকারি অর্থ আদায় ও জমাদানের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করা;
- ব্যয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা, মিতব্যয়িতা এবং ফলপ্রসূতার অভাব;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় শৈথিল্য প্রদর্শন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায় ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

Abbreviation	Full Words
G F R	General Financial Rules,
PPR	Public Procurement Rules, 2008
PPA	Public Procurement Act, 2006
CPWD	Central Public Works Department Code
CPWA	Central Public Works Accounts Code
LD	Liquidated Damage

ଅଧ୍ୟାୟ-୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১	২	৩
১.	মোবাইল টাওয়ারের ভাড়া হতে কর আদায় না করায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক ক্ষতি।	৩,২৫,৯৪,৯৫২
২.	ধার্যকৃত সমুদয় হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় না করায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক ক্ষতি।	১৮৪,৮৬,৬৫,৭৭৪
৩.	ট্রেড লাইসেন্স ফি অনাদায় থাকায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক ক্ষতি।	১১,৪৪,৮২,৭১৭
৪.	কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া/মার্কেটের দোকান ভাড়া/দোকান বরাদ্দের সেলামী অনাদায় থাকায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক ক্ষতি।	৭,৭৬,৭১,৩৩৬
৫.	বিভিন্ন কর্মকর্তার নামের বিপরীতে প্রদত্ত অগ্রিম সমন্বয় না করায় আর্থিক ক্ষতি।	৮,৭১,৫৬,৪১৭
৬.	স্থায়ী হাট-বাজার ইজারা মূল্যের উপর ৫% অর্থ সেলামী স্বরূপ “৭-ভূমি রাজস্ব” খাতে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি।	৫১,৩১,১১৫
৭.	হাট-বাজার ইজারা নীতিমালা লঙ্ঘন করে কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে স্থাপনা ইজারা প্রদান।	৪,২০,৮৩,২৩৪
৮.	হাট বাজার/সম্পত্তি ইজারার টাকা অনাদায় থাকায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক ক্ষতি।	১,৫২,৭৬,৭৫২
৯.	পিপিআর লঙ্ঘন করে রেসপনসিভ কোটেশন না পাওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ।	১৫,২৩,০৮২
১০.	ঠিকাদারের পূর্ত কাজের কারিগরি যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ।	১,০২,১৩,০৭৩
১১.	এডিপির বরাদ্দকৃত অর্থ হতে অনিয়মিতভাবে এডিপি বহির্ভূত কাজ বাবদ বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২,৪৩,৫১,৫০৯
১২.	পানির বিল ও সংযোগ ফি অনাদায় থাকায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক ক্ষতি।	৫,১৭,৬৯,৬৩৭
১৩.	সরাসরি নগদ ক্রয়ের সীমা লঙ্ঘনপূর্বক অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ।	১,০২,৭৯,৮৬০
১৪.	ঔষধ সরবরাহ, হাতগাড়ী বিতরণের স্বপক্ষে প্রমাণক না পাওয়ায় সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি।	৬৮,৮৫,২৮৫
১৫.	নির্মাণ কাজে নির্মাণ সামগ্রীর টেস্ট না করে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ।	৬,৭৯,৪৮,২২৯
১৬.	প্রাক্কলন এবং চুক্তি বহির্ভূত কাজ বাস্তবায়ন দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৭,৪২,০৬৬

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১	২	৩
১৭.	উৎসে ভ্যাট আদায় না করায় (দণ্ডসুদসহ) সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৯,৫২,৭৬,৭৬০
১৮.	উৎসে আয়কর কর্তন/আদায় না করায় (দণ্ডসুদসহ) সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৬,৫০,৯৩,৪০৩
১৯.	মাটি কর্তন এবং অপসারণ কাজ মাটি কর্তনের আইটেমে অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও পৃথকভাবে মাটি অপসারণের মূল্য পরিশোধ করায় সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি ।	১৪,০৭,৭৮৩
২০.	বিভিন্ন প্রকার বিল হতে কর্তনকৃত ভ্যাট ও দণ্ডসুদসহ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	১,৪৪,২৭,২৭১
২১.	সমুদয় অর্থ পরিশোধ না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক ইজারা প্রদান।	৪৫,৯৮,৮৯৮
২২.	দরপত্রের মাধ্যমে ইজারার ব্যবস্থা না করে পূর্বের ইজারাদারের সাথে অনিয়মিতভাবে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক ইজারা প্রদান।	৫৮,৪৩,৭৬৪
২৩.	পিপিআর ২০০৮ এর বিধান লংঘনপূর্বক ক্রয়চুক্তির আওতায় কার্য সম্পাদনপূর্বক অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৩৫,৬৭,৩১১
২৪.	আউট সোর্সিং শ্রমিকদের বেতন স্থায়ী কর্মচারীদের বেতনের মত প্রদান করে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	১১,০৫,৭৪,৬৮৪
২৫.	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় আরোপযোগ্য জরিমানা (LD) কর্তন ব্যতীত বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি ।	৪৮,৯৮,০৯০
	সর্বমোট	২৭০,৪৪,৬৩,০০২

(কথায়ঃ দুইশত সত্তর কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ তেষটি হাজার দুই টাকা)

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নং-১

শিরোনাম: মোবাইল টাওয়ারের ভাড়া হতে কর আদায় না করায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের ৩,২৫,৯৪,৯৫২ (তিন কোটি পঁচিশ লক্ষ চুরানকই হাজার নয়শত বায়ান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা দক্ষিণ, রংপুর, বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোবাইল টাওয়ারের ভাড়ার উপর প্রাপ্য কর আদায় না করায় ৩,২৫,৯৪,৯৫২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ, রংপুর, বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের মোবাইল টাওয়ার এর ভাড়ার উপর কর সংক্রান্ত নথিপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, মোবাইল টাওয়ারের ভাড়ার উপর প্রাপ্য কর বাবদ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২,৫৪,৭৫,০০০ টাকা, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ১৯,৩৬,৪৪৯ টাকা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৩৬,৬৭,৯২০ টাকা এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১৫,১৫,৫৮৩ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৩,২৫,৯৪,৯৫২ টাকা আদায় করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, ২৮ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃ তারিখের এস.আর.ও নং ১৩-আইন/২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ২৯৭ মোতাবেক বাসাবাড়ির ছাদে স্থাপিত মোবাইল টাওয়ারের মাসিক ভাড়ার ছয় ভাগের এক ভাগ মোবাইল টাওয়ার কর হিসেবে বাসা/বাড়ির মালিকগণ হতে হোল্ডিং ট্যাক্সের সাথে আদায়যোগ্য। কিন্তু আপত্তিতে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক মোবাইল টাওয়ারের ভাড়ার উপর প্রাপ্য কর আদায় করা হয়নি। ফলে, বর্ণিত ৩,২৫,৯৪,৯৫২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ১ (ক- ঘ)]।

অনিয়মের কারণ: ২৮ শে জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখের এস.আর.ও নং-১৩- আইন/২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ২৯৭ এর লঙ্ঘন ।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনঃ আপত্তি সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৫ অনুযায়ী প্রণীত। কিন্তু সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৫ পরবর্তীতে রহিতপূর্বক ২০১৬ জারি করা হয়। সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ অনুযায়ী প্রণীত হলে আপত্তিকৃত টাকার পরিমাণ আরও কম হতো। আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের ব্যাপারে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক জোর তৎপরতা অর্থাৎ একাধিকবার পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ফি আদায়কালে ভ্যাট ও আয়কর আদায় করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন : আদায়ের ব্যবস্থা করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনঃ মোবাইল কোম্পানিগুলো এবং স্থাপনার মালিকদের মধ্যে কারা টাওয়ারের ট্যাক্স প্রদান করবেন এই নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকায় উক্ত ট্যাক্স আদায় করতে দেরী হচ্ছে। কিন্তু আমরা স্থাপনার মালিকদের সাথে বার বার সভা করেছি এবং তাদের বাড়িতে নোটিশ ও বিল পাঠিয়েছি। তারা অঙ্গীকার করেছেন জরুরী ভিত্তিতে বকেয়াসহ যাবতীয় টাওয়ারের বিল পরিশোধ করবেন। আর আদায় একটি চলমান প্রক্রিয়া। যার কার্যক্রম চলমান আছে। পরবর্তী অর্থ বছরে যা আদায় করতে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করা হবে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন : মোবাইল টাওয়ারের কর আদায়ের কার্যক্রম চলমান। আদায় করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক। সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৫ পরবর্তীতে রহিতপূর্বক ২০১৬ জারি করা হলেও জনদাবীর মুখে জনস্বার্থে বাস্তবতার নিরিখে তা স্থায়ী হয়নি। সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৫ বহাল থাকে। ২৮ শে জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখের এস.আর.ও নং-১৩- আইন/২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ২৯৭ মোতাবেক নির্ধারিত অর্থ বছরের কর উক্ত বছরের মধ্যেই আদায়যোগ্য। এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত মোবাইল টাওয়ারের ভাড়া হতে কর আদায়পূর্বক সিটি কর্পোরেশনের তহবিলে ৩,২৫,৯৪,৯৫২ টাকা জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-২

শিরোনাম : ধার্যকৃত সমুদয় হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় না করায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের ১৮৪,৮৬,৬৫,৭৭৪ (একশত চুয়াশি কোটি ছিয়াশি লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার সাতশত চুয়াত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর, রংপুর, বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ধার্যকৃত সমুদয় হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় না করায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের ১৮৪,৮৬,৬৫,৭৭৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর, রংপুর, বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১৩৭,২৩,০১,৬২১ টাকা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৯,৭০,০৬,৭৯৯ টাকা, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৯,০৮,৪৬,৭৯৮ টাকা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৩,২২,২৪,২৬৮ টাকা এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৫,৬২,৮৬,২৮৮ টাকাসহ সর্বমোট ১৮৪,৮৬,৬৫,৭৭৪ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। এ বিপুল পরিমাণ হোল্ডিং ট্যাক্স অনাদায় থাকায় কর্পোরেশনসমূহের তহবিলে অর্থের ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া নিজস্ব উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দুর্বল তদারকি ও অব্যবস্থাপনার জন্যই কর্পোরেশনের উক্ত টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। The Municipal Taxation Rules-1986, Rule-11 & 12. কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে কর, ফি, টোল পরিশোধে ব্যর্থ হলে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বকেয়ার তালিকার প্রণয়নপূর্বক তার নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করবে এবং একই সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে বকেয়া পরিশোধের নোটিশ প্রদান করবে। নোটিশ প্রদানের ৩০দিন পর কর্পোরেশন এ বিধি মোতাবেক উক্ত বকেয়া আদায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে, বর্ণিত ১৮৪,৮৬,৬৫,৭৭৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ২ (ক-ঙ)]।

অনিয়মের কারণ : The Municipal Taxation Rules-1986, Rule-11 & 12 এর লঙ্ঘন ।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনঃ বকেয়া পৌরকর আদায়ের কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স/পৌরকর আদায়ের জন্য রেভিনিউ সুপারভাইজার কর্তৃক মৌখিকভাবে তাগিদ, বিভিন্ন সময়ে ৭ দিনের তাগিদপত্র এবং ১৫% সারচার্জসহ নোটিশ প্রেরণ করা হয়ে থাকে। আপত্তিকৃত বিষয়েও অনুরূপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনঃ আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনঃ বর্তমানে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যাহা পরবর্তী নিরীক্ষায় দেখানো হবে।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনঃ হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় একটি চলমান প্রক্রিয়া। আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গ্রাহকরা সকলে একই অর্থ বছরে তাদের ধার্যকৃত ট্যাক্স পরিশোধ করেন না। পরবর্তী অর্থ বছরে অনেক গ্রাহক তাদের ট্যাক্স বকেয়াসহ দিয়ে থাকেন। তাছাড়া ১০০% হোল্ডিং ট্যাক্স একই অর্থ বছরে আদায় করা অসম্ভব।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনঃ হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের প্রচেষ্টা আছে। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক তবে আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। The Municipal Taxation Rules-1986, Rule-11 & 12. মোতাবেক সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের মধ্যেই আদায় এবং জমাযোগ্য ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়পূর্বক কর্পোরেশনের তহবিলে ১৮৪,৮৬,৬৫,৭৭৪ টাকা জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-৩

শিরোনাম : ট্রেড লাইসেন্স ফি অনাদায় থাকায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের ১১,৪৪,৮২,৭১৭ (এগারো কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ বিরাশি হাজার সাতশত সতেরো) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর, বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ট্রেড লাইসেন্স ফি অনাদায় থাকায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের ১১,৪৪,৮২,৭১৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর, বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায় সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য রেকর্ড পত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৯,৩১,৯২,৭৮৮ টাকা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১,৬১,৮৬,৮১১ টাকা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৩৮,৩৩,৩৯৯ টাকা, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১২,৬৯,৭১৯ টাকাসহ সর্বমোট ১১,৪৪,৮২,৭১৭ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। এ বিপুল পরিমাণ ট্রেড লাইসেন্স ফি অনাদায় থাকায় কর্পোরেশনের তহবিলে অর্থের ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া নিজস্ব উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দুর্বল তদারকি ও অব্যবস্থাপনার জন্যই কর্পোরেশনের উক্ত টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। The Municipal Taxation Rules-1986, Rule-11 & 12. কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে কর, ফি, টোল পরিশোধে ব্যর্থ হলে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বকেয়ার তালিকার প্রণয়নপূর্বক তার নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করবে এবং একই সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে বকেয়া পরিশোধের নোটিশ প্রদান করবে। নোটিশ প্রদানের ৩০দিন পর কর্পোরেশন এ বিধি মোতাবেক উক্ত বকেয়া আদায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে, বর্ণিত ১১,৪৪,৮২,৭১৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ৩(ক-ঘ)]।

অনিয়মের কারণ : The Municipal Taxation Rules-1986, Rule-11 & 12 এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন জবাবে জানায় যে, বকেয়া আদায়ের কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায়ের জন্য বিজ্ঞাপন সুপারভাইজার কর্তৃক মৌখিকভাবে তাগিদ, বিভিন্ন সময়ে ৭ দিনের তাগিদপত্র এবং সারচার্জসহ নোটিশ প্রেরণ করে থাকে। আপত্তিকৃত বিষয়েও অনুরূপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন জবাবে জানায় যে, আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন জবাবে জানায় যে, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। বর্তমানে আদায় কার্যক্রম সঠিকভাবে চলিতেছে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন জবাবে জানায় যে, নথি যাচাই পূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখার সহিত আলোচনা করে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে।

আপত্তি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক তবে আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। The Municipal Taxation Rules-1986, Rule-11 & 12 মোতাবেক ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ অনাদায়ী অর্থ সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরে আদায় করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায়পূর্বক সিটি কর্পোরেশনের তহবিলে ১১,৪৪,৮২,৭১৭ টাকা জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-৪

শিরোনাম : কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া/মার্কেটের দোকান ভাড়া/দোকান বরাদ্দের সেলামি অনাদায় থাকায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের ৭,৭৬,৭১,৩৩৬ (সাত কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ একাত্তর হাজার তিনশত ছত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর, রংপুর, বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া/মার্কেটের দোকান ভাড়া/দোকান বরাদ্দের সেলামি অনাদায় থাকায় সিটি কর্পোরেশনের ৭,৭৬,৭১,৩৩৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর, রংপুর, বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া/মার্কেটের দোকান ভাড়া/দোকান বরাদ্দের নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া/মার্কেটের দোকান ভাড়া/দোকান বরাদ্দের সেলামী বাবদ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৫,৬০,৮০,৪৬২ টাকা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৫,৮৪,০৩২ টাকা, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ১,২৬,০৬,৩৬০ টাকা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৪১,৫৪,০৭০ টাকা এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৪২,৪৬,৪১২ টাকাসহ সর্বমোট ৭,৭৬,৭১,৩৩৬ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। এ বিপুল পরিমাণ ভাড়া/সেলামি অনাদায় থাকায় কর্পোরেশনের তহবিলে অর্থের ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া নিজস্ব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দুর্বল তদারকি ও অব্যবস্থাপনার জন্যই কর্পোরেশনের উক্ত টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। The Municipal Taxation Rules-1986, Rule-11 & 12. কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে কর, ফি, টোল পরিশোধে ব্যর্থ হলে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বকেয়ার তালিকার প্রণয়নপূর্বক তার নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করবে এবং একই সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে বকেয়া পরিশোধের নোটিশ প্রদান করবে। নোটিশ প্রদানের ৩০দিন পর কর্পোরেশন এ বিধি মোতাবেক উক্ত বকেয়া আদায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে, বর্ণিত ৭,৭৬,৭১,৩৩৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ৪(ক-ঙ)]।

অনিয়মের কারণ : The Municipal Taxation Rules-1986, Rule-11 & 12 এর লঙ্ঘন ।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন: ভাড়া আদায়ের বিষয়টি চলমান রয়েছে। ভাড়া আদায় করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন: আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন জবাব দানে বিরত ছিল।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন: ভাড়া আদায় কার্যক্রম চলমান আছে। সমুদয় বকেয়া ভাড়া আদায় করে অডিট কর্তৃপক্ষ কে অবহিত করা হবে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন: নথি যাচাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখার সহিত আলোচনা করে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক তবে আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। The Municipal Taxation Rules-1986, Rule-11 & 12 মোতাবেক মার্কেটের দোকান ভাড়া/দোকান বরাদ্দের সেলামির অর্থ সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরে আদায় করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত দোকান ভাড়া/দোকান বরাদ্দের সেলামির অর্থ সিটি কর্পোরেশনের তহবিলে ৭,৭৬,৭১,৩৩৬ টাকা জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-৫

শিরোনাম : বিভিন্ন কর্মকর্তার নামের বিপরীতে প্রদত্ত অগ্রিম সমন্বয় না করায় ৳,৭১,৫৬,৪১৭ (আট কোটি একাত্তর লক্ষ ছাশান্ন হাজার চারশত সত্তেরো) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা দক্ষিণ, রংপুর এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন কর্মকর্তার নামের বিপরীতে প্রদত্ত অগ্রিম সমন্বয় না করায় ৳,৭১,৫৬,৪১৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ, রংপুর এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর ক্যাশ বই, ব্যাংক বিবরণী ও অন্যান্য কাগজপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, বিভিন্ন কর্মকর্তার নামের বিপরীতে প্রদত্ত অগ্রিম ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৳,৩৮,৭০,১৯৪ টাকা, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ২,৬৪,৫৯১ টাকা এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৩০,২১,৬৩২ টাকাসহ সর্বমোট ৳,৭১,৫৬,৪১৭ টাকা সমন্বয় করা হয়নি। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ/২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৩৮(ঙ) মোতাবেক অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে কর্মকর্তা সম্পাদনের ২ মাসের মধ্যে অথবা অর্থ বছরের ৩০শে জুনের মধ্যে সকল অগ্রিম সমন্বয় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি। ফলে, বর্ণিত ৳,৭১,৫৬,৪১৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ৫(ক-গ)]।

অনিয়মের কারণ : আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ/২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৩৮(ঙ) এর লঙ্ঘন ।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনঃ অগ্রিম প্রদান এবং অগ্রিম সমন্বয় একটি চলমান প্রক্রিয়া। অগ্রিম সমূহের ব্যাপারে হিসাব বিভাগ হতে অগ্রিম গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন : আপত্তিকৃত অগ্রিম সমন্বয়পূর্বক পরবর্তীতে নিরীক্ষা অফিসকে জানানো হবে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন : নথি যাচাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে আলোচনা করে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক তবে আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ/২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৩৮(ঙ) মোতাবেক প্রদত্ত অগ্রিম সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরে সমন্বয় করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত অগ্রিম সমন্বয় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-৬

শিরোনাম : স্থায়ী হাট-বাজার ইজারা মূল্যের উপর ৫% অর্থ সেলামি স্বরূপ “৭-ভূমি রাজস্ব” খাতে জমা না করায় ৫১,৩১,১১৫ (একান্ন লক্ষ একত্রিশ হাজার একশত পনেরো) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন গাজীপুর, রংপুর এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে স্থায়ী হাট-বাজার ইজারা মূল্যের উপর ৫% অর্থ সেলামি স্বরূপ “৭-ভূমি রাজস্ব” খাতে জমা না করায় ৫১,৩১,১১৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

গাজীপুর, রংপুর এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এর হাট-বাজার ইজারা নথি, আদায় রেজিস্টার এবং ক্যাশবুক নিরীক্ষা করে দেখা যায়, স্থায়ী ও অস্থায়ী হাট-বাজার ইজারা মূল্যের উপর ৫% অর্থ সেলামী স্বরূপ “৭-ভূমি রাজস্ব” খাতে জমা করা হয়নি। ফলে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২১,৫৭,৩১২ টাকা, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৭,৭৫,০৯০ টাকা এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ১,৯৮,৭১৩ টাকাসহ সর্বমোট ৫১,৩১,১১৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ তারিখঃ ২১/০৯/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারীকৃত হাট-বাজার ইজারা নীতিমালার অনুচ্ছেদ- ৯.৩.১ মোতাবেক স্থায়ী হাট-বাজার ইজারা মূল্যের উপর ৫% অর্থ ইজারা প্রদানের ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে “৭-ভূমি রাজস্ব” খাতে জমা করার বিধান রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক হাট বাজার ইজারা মূল্যের উপর উক্ত টাকা জমা করা হয়নি। ফলে, বর্ণিত ৫১,৩১,১১৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ৬ (ক-গ)]।

অনিয়মের কারণ : স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ তারিখঃ ২১/০৯/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারীকৃত হাট-বাজার ইজারা নীতিমালার ৯.৩.১ এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনঃ ইজারা মূল্যের উপর ৫% অর্থ “৭-ভূমি রাজস্ব” খাতে জমা দিয়ে অডিট অফিসকে জানানো হবে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন : জবাব দানে বিরত ছিল।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন : স্থায়ী হাট বাজার ইজারা মূল্যের ৫% অর্থ ৭-ভূমি রাজস্ব খাতে জমা দানের কার্যক্রম চলছে। পরিশোধ করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ তারিখঃ ২১/০৯/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারীকৃত হাট-বাজার ইজারা নীতিমালার ৯.৩.১ মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ ইজারা প্রদানের ০৭ কর্ম দিবসের মধ্যে “৭-ভূমি রাজস্ব” খাতে জমা করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থ “৭-ভূমি রাজস্ব” খাতে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-৭

শিরোনাম : হাট-বাজার ইজারা নীতিমালা লঙ্ঘন করে কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ৪,২০,৮৩,২৩৪ (চার কোটি বিশ লক্ষ তিরিশ হাজার দুইশত চৌত্রিশ) টাকার স্থাপনা ইজারা প্রদান।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন রংপুর এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে হাট-বাজার ইজারা নীতিমালা লঙ্ঘন করে কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ৪,২০,৮৩,২৩৪ টাকার স্থাপনা ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

রংপুর এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের হাট-বাজার ইজারা/ভাড়া সংক্রান্ত নথিপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, হাট-বাজার ইজারা নীতিমালা লঙ্ঘন করে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ইজারাদার নির্বাচন না করে ০১/০২ টি মাত্র দরপত্র পাওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ইজারাদারের সাথে যোগসাজশ করে কার্যাদেশ প্রদান করে ৪,২০,৮৩,২৩৪ টাকার ইজারা প্রদান করা হয়েছে। হাট-বাজার ইজারা নীতিমালা/২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২.১০ “প্রাপ্ত দরপত্রের সর্বোচ্চ দর গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত দরের অংক যদি সংশ্লিষ্ট হাট-বাজারের সরকারি মূল্য হইতে কম হয় তাহা হইলে পুনরায় দরপত্র আহবান করিতে হইবে। দ্বিতীয় বার দরপত্র আহবান সত্ত্বেও যদি প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর সরকারি মূল্য হইতে কম হয় তাহা হইলে তৃতীয় বার দরপত্র আহবান করিতে হইবে। তৃতীয় বার দরপত্র আহবান সত্ত্বেও যদি প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর সরকারি মূল্য হইতে কম হয় তাহা হইলে যথাযথ ইজারা মূল্য না পাওয়ার বিষয়ে বিদ্যমান কারণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন 'ক' শ্রেণির পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন উপযুক্ত প্রস্তাবসহ সিদ্ধান্তের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে।” আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন না করে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ৩,৮৭,৫৯,৯৮৪ টাকা এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ৩৩,২৩,২৫০ টাকাসহ সর্বমোট ৪,২০,৮৩,২৩৪ টাকায় অনিয়মিতভাবে স্থাপনাসমূহ ইজারা প্রদান করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী [পরিশিষ্ট ৭ (ক-খ)]।

অনিয়মের কারণ : হাট-বাজার ইজারা নীতিমালা/২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২.১০ এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : রংপুর সিটি কর্পোরেশন : আপত্তিটি পরীক্ষান্তে অডিট অফিসকে জানানো হবে।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন : আপত্তির বিষয়টি যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ হাট বাজার ইজারা নীতিমালা ২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২.১০ যথাযথভাবে অনুসরণ না করায় উক্ত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার গুরুতর ব্যত্যয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তির সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-৮

শিরোনাম : হাট বাজার/সম্পত্তি ইজারার টাকা অনাদায় থাকায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের ১,৫২,৭৬,৭৫২ (এক কোটি বায়ান্ন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে হাট বাজার ইজারা টাকা অনাদায় থাকায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের ১,৫২,৭৬,৭৫২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের হাট-বাজার ইজারা নথি, আদায় রেজিস্টার, ক্যাশবুক, ব্যাংক বিবরণী কাগজপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, হাট বাজার ইজারা বাবদ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১,১৭,৩৭,৫০০ টাকা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৮,৩১,৪০১ টাকা এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৭,০৭,৮৫১ টাকাসহ সর্বমোট ১,৫২,৭৬,৭৫২ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। এ বিপুল পরিমাণ ইজারার অর্থ অনাদায় থাকায় কর্পোরেশনের তহবিলে অর্থের ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া নিজস্ব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দুর্বল তদারকি ও অব্যবস্থাপনার জন্যই কর্পোরেশনের উক্ত টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হতে প্রাপ্ত আয় বণ্টন সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১১ এ বর্ণিত হাট-বাজার ইজারার শর্তাবলি নং-১৬ অনুযায়ী হাট-বাজার ইজারার টাকা সরকারি দাবী আইন অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলার মাধ্যমে আদায় করা যাবে। এক্ষেত্রে উক্ত শর্ত অনুসরণ করা হয়নি। ফলে, বর্ণিত ১,৫২,৭৬,৭৫২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ৮ (ক-গ)]।

অনিয়মের কারণ : সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হতে প্রাপ্ত আয় বণ্টন সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১১ এর লঙ্ঘন ।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন : ধানমন্ডি লেকের ইজারা/ভাড়ার টাকা এবং ভ্যাটের টাকা আদায়ের ব্যাপারে মৌখিকভাবে একাধিকবার তাগিদ দেয়াসহ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Sixth Schedule, Part-A এর অনুচ্ছেদ-৩ এর বিধান মোতাবেক স্থানীয় সরকারের আয় কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত। আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন : বকেয়া টাকা আদায় করে সিটি কর্পোরেশনের একাউন্টে জমা করা হবে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন : আপত্তিটি পরীক্ষা করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক তবে আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হতে প্রাপ্ত আয় বণ্টন সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১১ মোতাবেক হাটবাজার/সম্পত্তি ইজারার অনাদায়ী অর্থ সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরে আদায় করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিকৃত উল্লিখিত অনাদায়ী অর্থ সিটি কর্পোরেশনের তহবিলে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-৯

শিরোনাম : পিপিআর লঙ্ঘন করে রেসপনসিভ কোটেশন না পাওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ১৫,২৩,০৮২ (পনেরো লক্ষ তেইশ হাজার বিরাশি) টাকার বিল পরিশোধ।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পিপিআর লঙ্ঘন করে রেসপনসিভ কোটেশন না পাওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ১৫,২৩,০৮২ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর প্রকৌশল শাখার এবং প্রকৌশল (যান্ত্রিক) শাখার নথিপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, পিপিআর/২০০৮ এর বিধি-৭১(৬) এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে ০৩ টি রেসপনসিভ কোটেশন না পাওয়া সত্ত্বেও ০২(দুই)টি রেসপনসিভ কোটেশন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করায় অনিয়মিতভাবে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ১২,২৫,৫৮২ টাকা এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ২,৯৭,৫০০ টাকাসহ সর্বমোট ১৫,২৩,০৮২ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে [পরিশিষ্ট ৯ (ক-খ)]। পিপিআর/২০০৮ এর বিধি ৭১ (৬) মোতাবেক ক্রয়কারী যথাসম্ভব সর্বোচ্চ সংখ্যক দরদাতার নিকট হতে কোটেশন আহবান এবং দরপত্রদাতাগণ কর্তৃক উদ্ধৃত দরের প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমপক্ষে ০৩ টি রেসপনসিভ কোটেশন আবশ্যিক ছিল। অন্যদিকে বিধি ৭৩(৭) মোতাবেক কমপক্ষে ৩ (তিন) টি গ্রহণযোগ্য কোটেশন না পাওয়া গেলে, ক্রয়কারী কোটেশনসমূহ বাতিল বা সরাসরি ক্রয়সহ অন্য কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদনের সুপারিশ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট পেশ করবে। কিন্তু ক্রয় কার্যের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক উক্ত বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে ক্রয় কার্য সম্পাদনপূর্বক বিল পরিশোধ করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

অনিয়মের কারণ : পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭১ (৬) এবং ৭৩(৭) এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : বরিশাল সিটি কর্পোরেশন : পরিশিষ্ট সংযুক্ত নথিসমূহ যাচাই বাছাইপূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন : নথি যাচাই পূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখার সহিত আলোচনা করে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭১(৬) ও ৭৩(৭) এর বিধি লঙ্ঘন করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার গুরুতর ব্যত্যয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম : ঠিকাদারের পূর্ত কাজের কারিগরি যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ১,০২,১৩,০৭৩ (এক কোটি দুই লক্ষ তেরো হাজার তিয়াত্তর) টাকার বিল পরিশোধ।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন রংপুর এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে নন-রেসপনসিভ ঠিকাদারকে পূর্ত কাজের কার্যাদেশ প্রদান ও অনিয়মিতভাবে ১,০২,১৩,০৭৩ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

রংপুর এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এর টেন্ডার ডকুমেন্ট, চুক্তিপত্র ও ক্যাশবুক নিরীক্ষা করে দেখা যায়, রংপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক কাজের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ৩ জন ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দিয়ে অনিয়মিতভাবে ১,০২,১৩,০৭৩ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, মেসার্স মারিশা এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স সাহেল ফল ভান্ডার, মেসার্স রায়হান টেডাস, এই তিন জন ঠিকাদার সাধারণ ব্যবসায়ী এবং সরবরাহকারী। বাস্তবে তারা নির্মাণ ঠিকাদার নয়। অপরদিকে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে পূর্ত কাজের কারিগরি জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও ২ নং কাজী বাড়ি জামে মসজিদের ছাদ নির্মাণ বাবদ ৩,৪২,২৪৬ টাকার বিল ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মি. মাইনুল ইসলামকে পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত কাজের ভাউচার নং-২৬৯, তারিখঃ ০২/০৮/২০১৮খ্রিঃ এবং ভাউচার নং-৩-৪, তারিখঃ ২৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ। ফলে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৯৮,৮০,৮২৭ টাকা এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৩,৩২,২৪৬ টাকাসহ সর্বমোট ১,০২,১৩,০৭৩ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৪৮(২)(অ) অনুযায়ী “প্রস্তাবিত কার্য সম্পাদন, পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের জন্য পেশাগত ও কারিগরি যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন”। উক্ত বিধি মোতাবেক আলোচ্য তিনজন ঠিকাদারের নির্মাণ কাজের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে উক্ত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করে ১,০২,১৩,০৭৩ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী [পরিশিষ্ট ১০ (ক-খ)]।

অনিয়মের কারণ : পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৪৮(২)(অ) এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : রংপুর সিটি কর্পোরেশন : বর্ণিত ৩(তিন) জন ঠিকাদারের যোগ্যতা যাচাই করে রংপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক তাদেরকে ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য তারা সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে কাজ বাস্তবায়ন করেছেন।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন : সংশ্লিষ্ট নথি যাচাই বাছাইপূর্বক পরবর্তীতে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ নির্মাণ ঠিকাদার না হওয়া সত্ত্বেও নির্মাণ ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্ত করা সমীচীন হয়নি। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৪৮(২)(অ) এর লঙ্ঘনপূর্বক কাজ সম্পাদন ও অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার গুরুতর ব্যত্যয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরোনাম : এডিপির বরাদ্দকৃত অর্থ হতে অনিয়মিতভাবে এডিপি বহির্ভূত কাজ বাবদ বিল পরিশোধ করায় সরকারের ২,৪৩,৫১,৫০৯ (দুই কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ একান্ন হাজার পাঁচশত নয়) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এডিপির বরাদ্দকৃত অর্থ হতে অনিয়মিতভাবে এডিপি বহির্ভূত কাজ বাবদ বিল পরিশোধ করায় সরকারের ২,৪৩,৫১,৫০৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর ক্যাশবুক ও বিল ভাউচার নিরীক্ষা করে দেখা যায়, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক এডিপির বরাদ্দকৃত অর্থ হতে অনিয়মিতভাবে সিটি কর্পোরেশনের মাছ মার্কেট পুনঃনির্মাণ বাবদ ৪,৩৫,৫০৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হাট-বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ৪৫% অর্থ দ্বারা হাট-বাজার উন্নয়ন করার নির্দেশনা থাকলেও এ ক্ষেত্রে তা লঙ্ঘন করে এডিপির বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় করা হয়েছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন যানবাহনের যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত বাবদ ৫৫,৯৫,৬৩৪ টাকা, যানবাহনের যন্ত্রাংশ ও মালামাল ক্রয় বাবদ ১,৭৪,১৫,২০১ টাকা এবং পূর্ত কাজ বাবদ ৬,৩৫,৭৬৮ টাকাসহ মোট ২,৩৬,৪৬,৬০৩ টাকা এডিপির বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় করা হয়েছে। ফলে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৪,৩৫,৫০৫ টাকা এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ২,৩৯,১৬,০০৪ টাকাসহ সর্বমোট ২,৪৩,৫১,৫০৯ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩১৫(১) তারিখঃ ১৬-০৮-২০১৫ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ নং- ৫(ক) মোতাবেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংযুক্ত দপ্তর কিংবা অধস্তন অফিসসমূহকে যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ অনুসরণ করা হয়নি। উক্ত ব্যয় কর্পোরেশনের রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধযোগ্য হলেও এডিপির বরাদ্দ হতে পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে, বর্ণিত ২,৪৩,৫১,৫০৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ১১ (ক-খ)]।

অনিয়মের কারণ : অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩১৫(১) তারিখঃ ১৬-০৮-২০১৫ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ নং- ৫(ক) এর লঙ্ঘন ।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : যাচাই বাছাইপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩১৫(১) তারিখঃ ১৬/০৮/২০১৫ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ নং- ৫(ক) মোতাবেক এর বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত এডিপি বহির্ভূত কাজের অর্থ সরকারি তহবিলে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১২

শিরোনাম : পানির বিল ও সংযোগ ফি অনাদায় থাকায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের ৫,১৭,৬৯,৬৩৭ (পাঁচ কোটি সতেরো লক্ষ ঊনসত্তর হাজার ছয়শত সাতত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন রংপুর এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পানির বিল অনাদায় থাকায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের ৫,১৭,৬৮,৬৩৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

রংপুর এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের পানির বিল সংক্রান্ত নথিপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, পানির বিল ও সংযোগ ফি বাবদ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৫৯,৭৯,০৫২ টাকা এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৪,৫৭,৯০,৫৮৫ টাকাসহ সর্বমোট ৫,১৭,৬৯,৬৩৭ টাকা অনাদায় রয়েছে। পানির বিলের শর্ত মোতাবেক প্রতি মাসের শুরুর্তে পানির বিল আদায় করতে হবে। কর্পোরেশনের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য জরুরী ভিত্তিতে পানির বিল আদায় করা প্রয়োজন। The Municipal Taxation Rules-1986, Rule-11 &12. কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে কর, ফি, টোল পরিশোধে ব্যর্থ হলে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বকেয়ার তালিকার প্রণয়নপূর্বক তার নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করবে এবং একই সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে বকেয়া পরিশোধের নোটিশ প্রদান করবে। নোটিশ প্রদানের ৩০দিন পর কর্পোরেশন এ বিধি মোতাবেক উক্ত বকেয়া আদায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে, বর্ণিত ৫,১৭,৬৮,৬৩৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ১২ (ক-খ)]।

অনিয়মের কারণ : The Municipal Taxation Rules-1986, Rule-11 &12 এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : রংপুর সিটি কর্পোরেশন : জবাব দানে বিরত ছিল।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন : পানির বিল আদায় কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। সে মোতাবেক আদায় কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। The Municipal Taxation Rules-1986, Rule-11 &12 মোতাবেক সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের মধ্যেই আদায় এবং জমা করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থ আদায়পূর্বক কর্পোরেশনের তহবিলে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৩

শিরোনাম : সরাসরি নগদ ক্রয়ের সীমা লঙ্ঘনপূর্বক অনিয়মিতভাবে ১,০২,৭৯,৮৬০ (এক কোটি দুই লক্ষ উনআশি হাজার আটশত ষাট) টাকার বিল পরিশোধ।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন গাজীপুর এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সরাসরি নগদ ক্রয়ের সীমা লঙ্ঘনপূর্বক অনিয়মিতভাবে ১,০২,৭৯,৮৬০ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

গাজীপুর এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগের পূর্ত কাজের নথি, বিল/ভাউচার এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, টেন্ডার/কোটেশন ব্যতীত সরাসরি নগদ ভাউচারে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৩৭,৬২,৩৩১ টাকা এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৮৫,১৭,৫২৯ টাকাসহ সর্বমোট ১,২২,৭৯,৮৬০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অথচ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ/২০১৫ ক্রমিক ৪৪(গ) এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮১ ও তফসিল-২ অনুসারে প্রতি ক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা কিন্তু বছরে অনধিক ১০,০০,০০০ টাকা ব্যয় করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে তা পরিপালন না করায় দুটি প্রতিষ্ঠানে (১,২২,৭৯,৮৬০ - ২০,০০,০০০) = ১,০২,৭৯,৮৬০ টাকা অনিয়মিতভাবে আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী [পরিশিষ্ট ১৩ (ক-খ)]।

অনিয়মের কারণ : আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ/২০১৫ ক্রমিক ৪৪(গ) এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮১ ও তফসিল-২ এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন : পরবর্তীতে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন : নথি পর্যালোচনা করে পরীক্ষান্তে নিরীক্ষা অফিসকে জানানো হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ/২০১৫ ক্রমিক ৪৪(গ) এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮১ ও তফসিল-২ অনুসরণ না করার কারণে অনিয়মিতভাবে আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার গুরুতর ব্যত্যয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থ ব্যয়ের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৪

শিরোনাম : ঔষধ সরবরাহ, হাতগাড়ী বিতরণের স্বপক্ষে প্রমাণক না পাওয়ায় সিটি কর্পোরেশনের ৬৮,৮৫,২৮৫ (আটষট্টি লক্ষ পঁচাশি হাজার দুইশত পঁচাশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ আর্থিক সনে ঔষধ সরবরাহ, হাতগাড়ী বিতরণের স্বপক্ষে প্রমাণক না পাওয়ায় সিটি কর্পোরেশনের ৬৮,৮৫,২৮৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের টেন্ডার ডকুমেন্ট, কার্যাদেশ, ষ্টোর নিরীক্ষা করে দেখা যায়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭২তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে পক্ষকালব্যাপী প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঔষধ সরবরাহের লক্ষ্যে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোং লিঃ কে ২১/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ৬৮,৭৪,৪০০ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং চুক্তি সম্পাদনের তারিখ/কার্যাদেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে ঔষধ সরবরাহের সময় বেধে দেয়া হয়। নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলেও নিরীক্ষায় ১৬,১৩,১৯৫ টাকার ঔষধ সরবরাহের প্রমাণক পাওয়া যায়। কার্যাদেশের বিপরীতে অবশিষ্ট ৫২,৬১,২০৫ টাকার ঔষধ সরবরাহের প্রমাণকপত্র নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে ১০০০টি হাতগাড়ী ৮০,৪০,০০১ টাকায় সরবরাহের জন্য মেসার্স মশিভিশন এর সাথে গত ২৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং উক্ত তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী মেসার্স মশিভিশন কর্তৃক প্রথমে ৫০০ টি হাতগাড়ী সরবরাহ করা হয়। কিন্তু ২৩,৯৫,৯২০ টাকা মূল্যের ২৯৮ টি হাতগাড়ী সুবিধাভোগীদের বিতরণের স্বপক্ষে প্রমাণক/প্রাপ্তি স্বীকারপত্র পাওয়া গেলেও অবশিষ্ট ১৬,২৪,০৮০ টাকা মূল্যের ২০২ টি হাতগাড়ী সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিতরণের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণক/প্রাপ্তি স্বীকারপত্র পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ মোট ৬৮,৮৫,২৮৫ টাকার মালামাল সরবরাহের প্রমাণক পাওয়া যায়নি। জি.এফ.আর প্যারা- ১৫৫ ও ১৫৬ মোতাবেক ক্রয়কৃত দ্রব্য সামগ্রী/মালামাল মজুদ ও বিতরণ হিসাব সংরক্ষণ করার নির্দেশনা থাকলেও এ ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি। ফলে, বর্ণিত ৬৮,৮৫,২৮৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ১৪]।

অনিয়মের কারণ : জি.এফ.আর প্যারা- ১৫৫ ও ১৫৬ এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : বর্ণিত অডিট আপত্তির জবাব নথিপত্র এবং স্টক রেজিস্টার যাচাই করে পরবর্তীতে উপস্থাপন করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ জি.এফ.আর প্যারা - ১৫৫ ও ১৫৬ লঙ্ঘন করা হয়েছে। অডিট চলাকালীন উক্ত বিষয়ের প্রমাণক উপস্থাপন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থ আদায়পূর্বক কর্পোরেশনের তহবিলে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৫

শিরোনাম : নির্মাণ কাজে নির্মাণ সামগ্রীর টেস্ট না করে অনিয়মিতভাবে ৬,৭৯,৪৮,২২৯ (ছয় কোটি ঊনআশি লক্ষ আটচল্লিশ হাজার দুইশত ঊনত্রিশ) টাকার বিল পরিশোধ।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর, রংপুর এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নির্মাণ কাজে নির্মাণ সামগ্রীর বিভিন্ন ধরনের টেস্ট না করে অনিয়মিতভাবে ৬,৭৯,৪৮,২২৯ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর, রংপুর এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিল ভাউচার নিরীক্ষা করে দেখা যায়, নির্মাণ কাজে বিভিন্ন টেস্ট করার বিধান থাকলেও টেস্ট না করে ঠিকাদারকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৪,৭৭,৭৫,৯০৫ টাকা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১,৯২,৯৬,৯৮৩ টাকা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন ৩,৭৪,৩০৩ টাকা এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ৫,০১,০৩৮ টাকাসহ সর্বমোট ৬,৭৯,৪৮,২২৯ টাকার বিল অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনসমূহের ইটের কমপ্রেসিভ স্ট্রেঞ্চ টেস্ট, কনক্রিটের কমপ্রেসিভ স্ট্রেঞ্চ টেস্ট, রডের টেনসাইল স্ট্রেঞ্চ টেস্ট, বালির কম্প্যাকশন টেস্ট, সিআই ম্যানহোল টেস্ট, পাইপের ট্রাসিং স্ট্রেঞ্চ টেস্ট না করে এবং নির্মাণ সামগ্রীর আনক্লেড স্যাম্পল এর টেস্ট করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। পিপিআর/২০০৮ এর বিধি- ৪(৪) মোতাবেক সরবরাহের জন্য নির্দিষ্ট পণ্য বা সরঞ্জামাদী অথবা সম্পাদিতব্য কার্য কারিগরি বিধিনির্দেশের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য যে পরীক্ষা, মান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। তা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দরপত্র দিলে উল্লেখ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে উক্ত বিধি পরিপালন না করে ৬,৭৯,৪৮,২২৯ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী [পরিশিষ্ট ১৫ (ক-ঘ)]।

অনিয়মের কারণ : পিপিআর/২০০৮ এর বিধি ৪(৪) এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন : ব্যবহারের সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে এবং কারিগরি বিবেচনায় স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মনে হয়েছে বিধায় কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন : টেস্ট রিপোর্টসহ জবাব প্রদান করা হবে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন : প্রয়োজনীয় টেস্ট সম্পন্ন করেই বিল পরিশোধ করা হয়েছে। তদুপরি নথি পর্যালোচনা করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন : পরিশিষ্ট সংযুক্তি যাচাই বাছাইপূর্বক পরবর্তীতে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ পিপিআর/২০০৮ এর বিধি ৪(৪) উপেক্ষা করে টেস্ট ব্যতীত নির্মাণ কাজে মালামাল ব্যবহার করায় কাজের গুনগতমান নিশ্চিত না হয়ে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার গুরুতর ব্যত্যয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে বিল পরিশোধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৬

শিরোনাম : প্রাক্কলন এবং চুক্তি বহির্ভূত কাজ বাস্তবায়ন দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে ২৭,৪২,০৬৬ (সাতাশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার ছেষটি) টাকা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রাক্কলন এবং চুক্তি বহির্ভূত কাজ বাস্তবায়ন দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে ২৭,৪২,০৬৬ টাকা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল শাখার নথিপত্র, এমবি, বিল ভাউচার, ক্যাশ বই এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের স্মারক নং-বিসিসি/ইভি/৬৯০/১৭ তারিখ : ০১/০৬/২০১৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স আমির ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনকে ২৪,৯৯,৪৩৪ টাকা চুক্তি মূল্যে ১৭ নং ওয়ার্ডের আগরপুর রোড হতে রাখাল বাবু রোড পর্যন্ত রাস্তা মেরামত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু জরুরী অনুমোদিত কাজের প্রাক্কলন এবং চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে আগরপুর রোডের কাজের পরিবর্তে ফকিরবাড়ি মসজিদ হতে কালিবাড়ি রোড পর্যন্ত রাস্তা মেরামত দেখিয়ে জরুরী টাকার বিল পরিশোধ করা হয়। অপরপক্ষে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে ১ নং ওয়ার্ডের সাহেব পাড়া রোড বাইলেনের পার্শ্ব কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু অনুমোদিত কাজের প্রাক্কলন এবং চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে শান্তিনগর রোডের পার্শ্ব ড্রেন নির্মাণ দেখিয়ে ভাউচার নং ৪৪, তারিখ : ০৬/০৮/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স ফয়েজ শিকদারকে ২,৪৯,৬৩২ টাকার বিল পরিশোধ করায় কর্পোরেশনসমূহ কর্তৃক ২৭,৪২,০৬৬ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। পিপিআর/২০০৮ এর বিধি ১৬(৭) মোতাবেক কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচীর জন্য হালনাগাদকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় এবং রাজস্ব বাজেটের জন্য প্রণীত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি। ফলে ২৭,৪২,০৬৬ টাকা অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী [পরিশিষ্ট ১৬ (ক-খ)]।

অনিয়মের কারণ : পিপিআর/২০০৮ এর বিধি ১৬(৭) এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : বরিশাল সিটি কর্পোরেশন : সংশ্লিষ্ট নথি যাচাই বাছাইপূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন : নথি যাচাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখার সহিত আলোচনা করে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ পিপিআর/২০০৮ এর বিধি ১৬(৭) এর বিধি লঙ্ঘনপূর্বক অননুমোদিত কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার গুরুতর ব্যত্যয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থ আদায়পূর্বক কর্পোরেশনের তহবিলে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৭

শিরোনাম : উৎসে ভ্যাট আদায় না করায় দণ্ডসুদসহ ৯,৫২,৭৬,৭৬০ (নয় কোটি বায়ান্ন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশত ষাট) টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা দক্ষিণ, রংপুর, বরিশাল, এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন ২০১৮-২০১৯ আর্থিক সনে বিভিন্ন কাজের/সেবার বিপরীতে উৎসে ভ্যাট আদায় না করায় দণ্ডসুদসহ ৯,৫২,৭৬,৭৬০ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ, রংপুর, বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন শাখার ভ্যাট সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার এবং রেকর্ডপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, কর্পোরেশনগুলো কর্তৃক প্রদত্ত ইজারা মূল্যের ও খাস আদায়ের উপর ভ্যাট কর্তন কিংবা আদায় করা হয়নি। একইভাবে কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া, নামজারী ফি, দোকান ভাড়া, দোকান সেলামী, ট্রেড লাইসেন্স ফি'র উপর ভ্যাট প্রযোজ্য হলেও ভ্যাট আদায় করা হয়নি। বিভিন্ন সেবার বিপরীতে ভ্যাট বাবদ ৭,৬৮,৩৬,০৯৭ টাকা এবং ভ্যাট আদায় না করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১৪/মুসক/২০১৭ তারিখ : ০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ এর অনুঃ নং- ০৬ অনুযায়ী অনাদায়ী ভ্যাটের উপর প্রতিমাসে ২% হারে দণ্ডসুদ বাবদ ১,৮৪,৪০,৬৬৩ টাকা আদায় করা হয়নি। ফলে দণ্ডসুদসহ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৬,০১,২৫,৫৪৫ টাকা, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ২,৬৬,২৯,৯৪৬ টাকা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৩,২০,৯০১ টাকা এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৮২,০০,৩৬৮ টাকাসহ সর্বমোট ৯,৫২,৭৬,৭৬০ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মুসক/২০১৮ তারিখ : ০৭/০৬/২০১৮ খ্রিঃ মোতাবেক সেবার কোড S-০৩৩.০০ (ইজারা মূল্যের উপর) ১৫% হারে, খাস আদায়ের ক্ষেত্রে ইজারা নীতিমালা-২০১১ এর অনুঃ ৪.৮ অনুযায়ী ১৫% হারে, সেবার কোড S-৯৯.২০ (বিবিধ সেবা, নামজারী ফি, নক্সা অনুমোদন ফি) এর ক্ষেত্রে ১৫% হারে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১৪(১৭) মুসক-বাস্তবায়ন-সেবা ও আবঃ/২০০৭/১৩৬ (১-৫৮) তারিখ : ০২/০৯/২০০৯ খ্রিঃ অনুযায়ী কমিউনিটি সেন্টার ও দোকান ভাড়ার উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন ও সরকারি খাতে জমা করা বাধ্যতামূলক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী উৎসে ভ্যাট কর্তন/ আদায় করার পর সরকারি কোষাগারে যথা সময়ে জমা না করা হলে মাসিক ২% হারে দণ্ডসুদসহ আদায়যোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি। ফলে, বর্ণিত ৯,৫২,৭৬,৭৬০ টাকা উৎসে আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ১৭ (ক-ঘ)]।

অনিয়মের কারণ : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মুসক/২০১৮ তারিখ : ৭জুন, ২০১৮ খ্রিঃ,

সাধারণ আদেশ নং ১৪/মুসক/২০১৭ তাং ০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ, ইজারা নীতিমালা/২০১১,

সাধারণ আদেশ নং-১৪(১৭)মুসক-বাস্তবায়ন-সেবা ও আবঃ/২০০৭/১৩৬ (১-৫৮) তারিখ : ০২/০৯/২০০৯ খ্রিঃ এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : ঢাকা দক্ষিণ, বরিশাল, এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন : বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট আদায়ের বিষয়টি চলমান। সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের পরে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা হবে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন : আপত্তিটি পরীক্ষান্তে বিধি মোতাবেক জমার ব্যবস্থা করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক তবে আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মুসক/২০১৮ তারিখ : ০৭/০৬/২০১৮ খ্রিঃ আদেশ মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক যথাযথ খাতে জমা করা হয়নি।

আপত্তিকৃত ভ্যাট যেদিন জমা করা হবে সেদিন পর্যন্ত দণ্ডসুদ হিসাব করে জমা দিতে হবে। ভ্যাট বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দিলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আপত্তিকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা এ যাবতকাল পর্যন্ত সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত ভ্যাট আদায়পূর্বক সরকারি তহবিলে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৮

শিরোনাম : উৎসে আয়কর কর্তন/আদায় না করায় দণ্ডসুদসহ ৬,৫০,৯৩,৪০৩ (ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ তিরানববই হাজার চারশত তিন) টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা দক্ষিণ, বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উৎসে আয়কর কর্তন/আদায় না করায় দণ্ডসুদসহ ৬,৫০,৯৩,৪০৩ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ, বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন শাখার ক্যাশবই, বিল এবং আয়কর সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, কর্পোরেশনসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন আয়ের বিপরীতে উৎসে আয়কর কর্তন/আদায় না করায় দণ্ডসুদসহ যথাক্রমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৬,৪০,৮৮,২২৯ টাকা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ১,০৬,৯৬৬ টাকা এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৮,৯৮,২০৮ টাকাসহ সর্বমোট ৬,৫০,৯৩,৪০৩ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং ইজারা নীতিমালা/২০১১ অনুযায়ী বিভিন্ন সরবরাহকারী, ইজারাদার এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে উৎসে আয়কর কর্তন/আদায়যোগ্য হলেও বিল পরিশোধের সময় সে আদেশ অনুযায়ী আয়কর কর্তন করা হয়নি। ইজারা নীতিমালা/২০১১ এর অনুঃ নং-৩.৪ ও ৪.৮ অনুযায়ী ইজারা মূল্য এবং খাস আদায়ের উপর ৫% হারে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সেকশন ৫৩-জে অনুযায়ী যন্ত্রপাতির হায়ার চার্জের উপর ৫% হারে, সেকশন-৫২-পি অনুযায়ী কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়ার উপর ৫% হারে, সেকশন-৫৩-এ অনুযায়ী গৃহ সম্পত্তি/দোকান ভাড়ার উপর ৫% হারে আয়কর কর্তনযোগ্য। তাছাড়া আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সেকশন ৫৭ অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তন করা না হলে অথবা কর্তনকৃত আয়কর যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা করা না হলে মাসিক ২% হারে দণ্ডসুদসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে আদায়যোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে বর্ণিত ৬,৫০,৯৩,৪০৩ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ১৮ (ক-গ)]।

অনিয়মের কারণ : ইজারা নীতিমালা/২০১১ এর অনুঃ নং-৩.৪ ও ৪.৮ এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর লঙ্ঘন ।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন : বর্ণিত বিষয়ে আপত্তি পাওয়ার পর আয়কর সরকারের রাজস্ব তহবিলে জমা দেওয়ার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন : আপত্তিতে বর্ণিত বিষয়টি যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন : নথি যাচাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখার সহিত আলোচনা করে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক তবে আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ ইজারা নীতিমালা/২০১১ এর অনুঃ নং-৩.৪ ও ৪.৮ এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ মোতাবেক আয়কর আদায় করা হয়নি।

আয়কর বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দিলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আপত্তিকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা এ যাবতকাল পর্যন্ত সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশিয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর আদায়পূর্বক সরকারি তহবিলে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৯

শিরোনাম : মাটি কর্তন এবং অপসারণ কাজ মাটি কর্তনের আইটেমে অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও পৃথকভাবে মাটি অপসারণের মূল্য পরিশোধ করায় সিটি কর্পোরেশনের ১৪,০৭,৭৮৩ (চৌদ্দ লক্ষ সাত হাজার সাতশত তিরিশি) টাকার আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মাটি কর্তন এবং অপসারণ কাজ মাটি কর্তনের আইটেমে অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও পৃথকভাবে মাটি অপসারণের মূল্য পরিশোধ করায় কর্পোরেশনের ১৪,০৭,৭৮৩ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের কাজের নথি, এমবি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, সড়কের কাজের ক্ষেত্রে মাটি কর্তন এবং প্রাপ্ত মাটি নিরাপদ দূরত্বে অপসারণ করার কাজ মাটি কর্তনের আইটেমে অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে মাটি অপসারণ বাবদ মোট ১৪,০৭,৭৮৩ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। জিএফআর প্যারা- ১০(২) মোতাবেক আপাতঃ দৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়, সাধারণভাবে উক্ত প্রয়োজনে তার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হতে বিরত থাকতে হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে এ নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়নি। ফলে, বর্ণিত ১৪,০৭,৭৮৩ টাকা কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ১৯]।

অনিয়মের কারণ : জিএফআর প্যারা- ১০(২) এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : অডিট প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, সাইট হতে খননকৃত অপ্রয়োজনীয় মাটি ৩০ মিটার ব্যাসার্ধে কোথাও জায়গা নেই বিধায় শহরের বাহিরে নিরাপদ স্থানে ট্রাক ব্যবহার করে অপসারণ করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। সড়কের কাজের ক্ষেত্রে মাটি কর্তন এবং প্রাপ্ত মাটি নিরাপদ দূরত্বে অপসারণ করার কাজ মাটি কর্তনের আইটেমে অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও মাটি অপসারণের মূল্য পরিশোধ করা সমীচীন হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত মাটি অপসারণের অর্থ আদায়পূর্বক কর্পোরেশনের তহবিলে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-২০

শিরোনাম : বিভিন্ন প্রকার বিল হতে কর্তনকৃত ভ্যাট ও দণ্ডসুদসহ ১,৪৪,২৭,২৭১ (এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ সাতাশ হাজার দুইশত একাত্তর) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রকার বিল হতে কর্তনকৃত ভ্যাট বাবদ ১,১৬,৩৪,৮৯৬ টাকা এবং দণ্ডসুদ বাবদ ২৭,৯২,৩৭৫ টাকাসহ সর্বমোট ১,৪৪,২৭,২৭১ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ক্যাশ বহি, বিল ভাউচার, আদায় রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য কাগজপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, বিভিন্ন প্রকার বিল হতে কর্তনকৃত ভ্যাট বাবদ ১,১৬,৩৪,৮৯৬ টাকা এবং দণ্ডসুদ বাবদ ২৭,৯২,৩৭৫ টাকাসহ সর্বমোট ১,৪৪,২৭,২৭১ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১৪/মূসক/২০১৭ তারিখ : ০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ এর ক্রমিক নং ৪ অনুযায়ী উৎসে মূসক কর্তনের ১৫(পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে এবং প্যারা ৬ অনুযায়ী উৎসে ভ্যাট কর্তন/আদায় করার পর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানে ব্যর্থ হলে মাসিক ২% হারে দণ্ডসুদসহ আদায়যোগ্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি। ফলে, দণ্ডসুদসহ সর্বমোট ১,৪৪,২৭,২৭১ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ২০]।

অনিয়মের কারণ : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১৪/মূসক/২০১৭ তারিখ : ০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে অডিট অফিসে অবহিত করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১৪/মূসক/২০১৭ তারিখ : ০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ এর ক্রমিক নং ৪ মোতাবেক মূসক কর্তনের ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে জমা করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত আদায়কৃত ভ্যাট (দণ্ডসুদসহ) সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-২১

শিরোনাম : সমুদয় অর্থ পরিশোধ না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক ৪৫,৯৮,৮৯৮(শীতাল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশত আটানব্বই) টাকার ইজারা প্রদান।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন রংপুর সিটি কর্পোরেশন ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে হাট-বাজার ইজারা নীতিমালার শর্ত ভঙ্গ করে ইজারার সমুদয় অর্থ পরিশোধ না করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জামানত বাজেয়াপ্ত না করে অনিয়মিতভাবে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক ৪৫,৯৮,৮৯৮ টাকার ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর কার্যালয়ের হাট-বাজার শাখার ইজারা সংক্রান্ত নথিপত্র এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, হাট-বাজার ইজারা নীতিমালা/২০১১ এর অনুচ্ছেদ ৩.৪ এর শর্ত ভঙ্গ করে ইজারার সমুদয় অর্থ পরিশোধ না করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জামানত বাজেয়াপ্ত না করে অনিয়মিতভাবে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক ৪৫,৯৮,৮৯৮ টাকার ইজারা প্রদান করা হয়েছে। হাট-বাজার ইজারা নীতিমালা/২০১১ এর অনুচ্ছেদ ৩.৪ মোতাবেক ইজারা গ্রহণকারী কর্তৃক গৃহীত দরের সম্পূর্ণ টাকা (আয়কর ও ভ্যাটসহ) সরকারের নির্দিষ্ট খাতে জমা দেয়ার পর হাট-বাজারের দখল অনুমোদিত দরপত্র দাতার নিকট নির্ধারিত চুক্তিনামার মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। কোন অবহেলার কারণে এর ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ না করে ৪৫,৯৮,৮৯৮ টাকা ইজারা প্রদান করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী [পরিশিষ্ট ২১]।

অনিয়মের কারণ : হাট-বাজার ইজারা নীতিমালা/২০১১ এর অনুচ্ছেদ ৩.৪ এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : আপত্তি পরীক্ষাপূর্বক নিরীক্ষা অফিসকে জানানো হবে।

আপত্তি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ হাট-বাজার ইজারা নীতিমালা/২০১১ এর অনুচ্ছেদ ৩.৪ অনুসরণ না করে ইজারা প্রদান করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার গুরুতর ব্যত্যয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : অনাদায়ী ইজারামূল্য আদায়সহ সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য গ্রহণ ব্যতীত চুক্তি সম্পাদনের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-২২

শিরোনাম : দরপত্রের মাধ্যমে ইজারার ব্যবস্থা না করে পূর্বের ইজারাদারের সাথে অনিয়মিতভাবে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক ৫৮,৪৩,৭৬৪ (আটাল্ল লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতশত চৌষট্টি) টাকার ইজারা প্রদান।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন রংপুর সিটি কর্পোরেশন ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে দরপত্রের মাধ্যমে ইজারার ব্যবস্থা না করে পূর্বের ইজারাদারের সাথে অনিয়মিতভাবে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক ৫৮,৪৩,৭৬৪ টাকার ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের হাট-বাজার শাখার ইজারা সংক্রান্ত নথিপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, হাট-বাজার ইজারা নীতিমালা/২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২ অনুসরণ না করে দরপত্র আহবান ব্যতীত পূর্বের ইজারাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক অনিয়মিতভাবে ৫৮,৪৩,৭৬৪ টাকার ইজারা প্রদান করা হয়েছে। হাট-বাজার ইজারা নীতিমালা/২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২ মোতাবেক প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন তাদের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত অধিক্ষেত্রের অধীন এবং ব্যবস্থাপনাধীন হাট-বাজারগুলি দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে পূর্বের ইজারাদারের সাথে দরপত্র ব্যতীত চুক্তির মাধ্যমে নতুনভাবে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। ফলে অনিয়মিতভাবে ৫৮,৪৩,৭৬৪ টাকার হাট বাজার ইজারা প্রদান করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী [পরিশিষ্ট ২২]।

অনিয়মের কারণ : হাট-বাজার ইজারা নীতিমালা/২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২ এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : আপত্তিটি সঠিক নয়। তবে পরীক্ষান্তে পরবর্তীতে নিরীক্ষা অফিসকে জানানো হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ হাট-বাজার ইজারা নীতিমালা/২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২ অনুসরণ না করে ইজারা প্রদান করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার গুরুতর ব্যত্যয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দরপত্র ব্যতীত ইজারা প্রদানের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-২৩

শিরোনাম : পিপিআর ২০০৮ এর বিধান লংঘনপূর্বক ক্রয়চুক্তির আওতায় কার্য সম্পাদনপূর্বক অনিয়মিতভাবে ৩৫,৬৭,৩১১ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার তিনশত এগারো) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন রংপুর সিটি কর্পোরেশন ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পিপিআর ২০০৮ এর বিধান লংঘনপূর্বক ক্রয়চুক্তির আওতায় কার্য সম্পাদনপূর্বক অনিয়মিতভাবে ৩৫,৬৭,৩১১ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন প্রকৌশল বিভাগের আরএফকিউ পদ্ধতিতে সম্পাদিত কাজের নথি এবং বিল ভাউচার নিরীক্ষা করে দেখা যায়, আরএফকিউ পদ্ধতিতে পিপিআর নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত অর্থের কার্য সম্পাদনপূর্বক ৩৫,৬৭,৩১১ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। পিপিআর/২০০৮ এর বিধি-৬৯ (১) তফসীল-২ এর নির্দেশনা মোতাবেক উন্নয়ন বাজেটের আওতায় কার্য ও ভৌত সেবা ক্রয়ের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা; তবে বৎসরে সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা কোটেশনের মাধ্যমে ব্যয় করতে পারবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধি পরিপালন না করে ৯৫,৬৭,৩১১ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে $(৯৫,৬৭,৩১১ - ৬০,০০,০০০) = ৩৫,৬৭,৩১১$ টাকা আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য সম্পাদনপূর্বক অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী [পরিশিষ্ট ২৩]।

অনিয়মের কারণ : পিপিআর/২০০৮ এর বিধি-৬৯ (১), তফসীল-২ এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : জবাব প্রদানে বিরত ছিল।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : পিপিআর/২০০৮ বিধি ৬৯(১), তফসীল-২ উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার গুরুতর ব্যত্যয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : পিপিআর ২০০৮ এর বিধান লঙ্ঘনের মাধ্যমে ক্রয়চুক্তি সম্পাদনের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-২৪

শিরোনাম : আউট সোর্সিং শ্রমিকদের বেতন স্থায়ী কর্মচারীদের বেতনের মত প্রদান করে অনিয়মিতভাবে ১১,০৫,৭৪,৬৮৪ (এগারো কোটি পাঁচ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার ছয়শত চুরাশি) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন খুলনা সিটি কর্পোরেশন ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আউট সোর্সিং শ্রমিকদের বেতন স্থায়ী কর্মচারীদের বেতনের মত প্রদান করে অনিয়মিতভাবে ১১,০৫,৭৪,৬৮৪ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন দৈনিক হাজিরাভিত্তিক মাস্টাররোল শ্রমিকদের বেতন বিল, আউট সোর্সিং শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদী নিরীক্ষা করে দেখা যায়, আউট সোর্সিং শ্রমিকদের দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে না দিয়ে মাসিক ভিত্তিতে স্থায়ী কর্মচারীদের মত বেতন প্রদান করে অনিয়মিতভাবে ১১,০৫,৭৪,৬৮৪ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ২৪/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬৬.০৫৯ এর বর্ণিত আউট সোর্সিং শ্রমিক নিয়োগের শর্তাবলী-০৩ ও ০৪ মোতাবেক আউট সোর্সিং শ্রমিকদের বেতন দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে দেয়ার নির্দেশনা আছে। উক্ত শর্ত লঙ্ঘন করে মাসিক ভিত্তিতে স্থায়ী কর্মচারীদের মত বেতন বাবদ মোট ১১,০৫,৭৪,৬৮৪ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী [পরিশিষ্ট ২৪]।

অনিয়মের কারণ : অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ২৪/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৭৩. ৬৬.০৫৯ এর বর্ণিত আউট সোর্সিং শ্রমিক নিয়োগের শর্তাবলী-০৩ ও ০৪ লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : নথি যাচাই পূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখার সহিত আলোচনা করে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ২৪/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬৬.০৫৯ এর বর্ণিত আউট সোর্সিং শ্রমিক নিয়োগের শর্তাবলী-০৩ ও ০৪ লঙ্ঘন করে আউট সোর্সিং শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা হয়েছে, যা আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার গুরুতর ব্যত্যয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিকৃত অর্থের বিষয়ে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-২৫

শিরোনাম : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় আরোপযোগ্য জরিমানা (LD) কর্তন ব্যতীত বিল পরিশোধ করায় ৪৮,৯৮,০৯০ (আটচল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার নব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন খুলনা সিটি কর্পোরেশন ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় আরোপযোগ্য জরিমানা (LD) কর্তন ব্যতীত বিল পরিশোধ করায় ৪৮,৯৮,০৯০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অধীনে প্রকৌশল বিভাগের নির্মাণ কাজ সংক্রান্ত কাজের কার্যাদেশ, টেন্ডার ডকুমেন্ট, চুক্তিপত্র ও ক্যাশবুক নিরীক্ষা করে দেখা যায়, পূর্ত কাজে পরিশিষ্টে বর্ণিত বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্য সম্পাদনের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু নিয়মানুযায়ী বর্ণিত সময়েও কাজসমূহ শেষ হয়নি। কার্য সমাপ্তির প্রতিবেদন মোতাবেক কাজসমূহ সমাপ্ত হওয়ার অনুমোদিত সময়ের চেয়েও বিলম্বে কাজসমূহ সম্পন্ন হয়েছে। দরপত্র দলিলের GCC Clause ৭৩(১) মোতাবেক প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ০.১০% হারে সর্বোচ্চ চুক্তি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০% জরিমানা Liquidated Damage (LD) কর্তনের নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯(২৭) মোতাবেক মূল চুক্তিতে প্রত্যাশিত বা সম্প্রসারিত সমাপ্তির তারিখ হতে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ঠিকাদার চুক্তিতে নির্ধারিত দৈনিক বা সাপ্তাহিক হারে বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। সে অনুযায়ী ঠিকাদারের বিল হতে ৪৮,৯৮,০৯০ টাকা কর্তনযোগ্য হলেও বিল পরিশোধের সময় তা করা হয়নি। ফলে বর্ণিত ৪৮,৯৮,০৯০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ২৫]।

অনিয়মের কারণ : • GCC Clause ৭৩(১) এর লঙ্ঘন

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯(২৭) এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : অডিট প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, নথি যাচাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখার সহিত আলোচনা করে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ১৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয় ও ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৫/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ কার্য সমাপ্তির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্য সম্পন্ন না করা সত্ত্বেও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯(২৭) মোতাবেক জরিমানা আদায় করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত জরিমানা আদায়পূর্বক সিটি কর্পোরেশনের তহবিলে জমা করা আবশ্যিক।

তারিখ: ২১/১০/১৮২৮ বঙ্গাব্দ
২০/০২/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।


২০/০২/২০২২
মহাপরিচালক
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর।
বিকাশ চন্দ্র মিত্র
মহাপরিচালক
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৬ষ্ঠ তলা)
সভনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

